জনকণ্ঠ/২৬.০৩.১০/পৃ: ২৪

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা
বস্ত্র খাতে আরও লক্ষ্মী চাই

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

"অতি সম্প্রতি তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের বেশ খানিকটা নেতিবাচক পিছু হঠা দেশের জন্য একটি উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। রপ্তানি অর্ডার নাকি কমছে এমনকি মূল্যও। এটি যদি বৈশ্বিক মহামন্দার কারণে হয়ে থাকে তবে তা আপাতত লক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠা উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনরুত্থানে কেটে যেতে পারে। আর সমস্যাটা যদি শিল্পটির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রসূত হয়ে থাকে তাহলে সবাই মিলেই এর সমাধান খুঁজতে হবে এবং তা অচিরেই"

গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় তৈরি পোশাক ও নিট শিল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এ অবদান এতটাই স্পষ্ট এবং ইতিবাচক যে একে এক হিসাবে সোনার ডিম পাড়া হাঁসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সেই সুবাদেই এটিও বলা যেতে পারে যে শিল্পটির সহমর্মিতামূলক লালন পালন না করা হলে স্বপ্নের সেই হাঁসটির মতই এর অপমৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। সাম্প্রতিককালের দু'টো ঘটনাই এ ধরনের আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। জোট ও জোটছায়ায় তত্ত্বাবধায়ক শাসনামলে তৈরি পোশাক ও নিট বস্ত্র শিল্পের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে ছোট, মাঝারি এমনকি বড় ধরনের 'দুর্ঘটনা' ঘটে যায়। এর সবগুলোরই দু'টো অভিন্ন বিশিষ্টতা ছিল লক্ষণীয়। সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটগুলো এক দরজা বিশিষ্ট, কায়দা করে একাধিক দরজাগুলোতে তালা ঝুলিয়ে অথবা ভারী বস্তুর প্রতিবন্ধকতা দিয়ে বন্ধ রাখা ছিল। ফলে আগুন, ধোঁয়া অথবা দুর্ঘটনার গুজবের যে কোন একটি উসকানিতে খেটে খাওয়া মেহনতী ভাই বোনেরা একটি মাত্র দরজা দিয়ে বের হবার হিড়িকে গুরুতরভাবে আহত এমনকি মৃত্যুবরণ করেন। সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটি অবশ্য ঘটে তেজগাঁও-গুলশানের সংযোগ স্থলে একটি ভবনে তার ক্ষমতার পাঁচগুণ ভারী মালামাল ও লোকজন উঠানোর অপকর্মে। এই একটি ঘটনায় আটটি নির্দোষ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবশ্য প্রতিষ্ঠানটির মালিককে 'খুঁজে' পায়নি কারণ সমসাময়িক গুজব অনুসারে তিনি তখন আইনশৃঙ্খলা নীতিনির্ধারণবিষয়ক কর্তার সঙ্গে তারই বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে 'লুকিয়ে' ছিলেন। অন্য আরেকটি বড় ঘটনাস্থল সাভারের একটি তৈরি পোশাক শিল্প ইউনিটেও বেশ কয়েকটি প্রাণহানি ঘটে। গুজবে প্রকাশ ওই প্রতিষ্ঠানটির মালিকের কন্যা বিকল্প ভাষ্য অনুসারে মালিকের স্ত্রী উচ্চতর ন্যায়ালয়ের বিচারপতি। এ সব ঘটনা দুর্ঘটনার বিষয়ে দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে কোনটারই বিচার হয়নি-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অথবা বিজেএমইএ কর্তৃপক্ষের কেউই এসব 'দুর্ঘটনা' বা প্রাণহানির বিষয়টিতে কোন বিচার করার মতো উপাদান খুঁজে পায়নি।

হাল আমলের দু'টো ঘটনার একটির করুণ পরিণতি ঘটে গরীব এ্যান্ড গরীব গার্মেন্টসে - ঝরে পড়ে একুশটি তাজা প্রাণ। কর্তৃপক্ষীয় মহলের ভাষ্যমতে, "এমনটি হতেই পারে", শিল্পায়নের কঠিন পথ অগ্রযাত্রায় এ ধরনের মূল্য নাকি দিতেই হয়। এ ধরনের বক্তব্যকে বাবার কোলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত শিশুর লাশকে 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন' জাতীয় উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। তবে এহেন ভাষণ যে একমাত্র উপার্জনক্ষম মৃতজনের পরিবারের সদস্যগণের জন্য মামুলি সান্ত্বনা বাক্য হিসেবেও গণ্য হবে না তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় যে ঘটনাটির উল্লেখ দাবি রাখে সেটা সংঘটিত হলো ইসলাম গার্মেন্টস যেখানে ঠাণ্ডা মাথায় সমূহ ক্ষতি করার মানসে মূল্যবান ও অত্যাধুনিক দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে। খুব সহজে এবং অবিলম্বে এ ক্ষতি পুষিয়ে উঠা যাবে না বলেই বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। ইসলাম গার্মেন্টস নাকি দেশের যেসব শিল্প ইউনিট আইনকানুন মেনে সবার জন্য সুযোগ সুবিধা ও অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে অগ্রণী তাদের মধ্যে অন্যতম। তা হলে এ শিল্পগোষ্ঠী উচ্চতম ন্যায়ালয়ের শীর্ষ নেতৃত্বের এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রধানের আত্মীয় হবার সুবাদেই এই ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হলো কি না তা নিয়েও গুঞ্জন রয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তা হলেও ধরে নিতে হবে যে দেশের শক্তিশালী আইন অমান্য করে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার জন্যই ইসলাম গার্মেন্টসের [illegible] জন্ম দিয়েছে সজ্ঞানে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য [illegible] নাশকতা তত্ত্বের সত্যতার কথাও চলে আসে। তবে এ সব ঘটনাপ্রবাহ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ নাশকতা না কি এর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের [illegible] তথা মদদ রয়েছে তারও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হবে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা [illegible]। একটু পিছন ফিরে এর জন্ম ইতিহাস ও পর্যালোচনা দাবি রাখে। তিন দশক আগের কথা। সত্তর দশকের শেষাশেষি। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবস্থায় টালমাটাল অবস্থা। দ্বিতীয় বারের মতো তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেল অস্বাভাবিকভাবে। কিছুটা হলেও মজুরি পেল ঊর্ধ্বগতির ধারা। দ্রুতগতি বিকাশমান কতিপয় দেশ সে সব কারণে শিল্পায়নের কৌশলে নিয়ে এল ব্যাপক পরিবর্তন। শ্রমঘন শিল্পের পরিবর্তে তারা মোড় নিল তুলনামূলকভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি দ্বারা শ্রমসেবা প্রতিস্থাপনকারী শিল্পায়নের দিকে। [illegible] শ্রমঘন তৈরি পোশাক শিল্প। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে দেখা দিল শ্রমিকের ঘাটতি এবং বাড়তি মজুরি। তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনাগুলো ওইসব দেশে বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষেত্র প্রস্তুতি হলো ওইসব বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানার যন্ত্রপাতি দেশান্তরে পাঠানোর প্রক্রিয়া। সে সময়টাতেই ঘটনাচক্রে অর্থনৈতিক সংস্কার তথা বাজারমুখী একটা মোড় এল বাংলাদেশে। অর্থনীতির দার্শনিক স্যুমপিটারের নামে প্রচলিত স্যুপটিরিজমের ঢেউ দোলা দিল কতিপয় উৎকৃষ্ট বঙ্গসন্তানের মনের গহনে। ভবিষ্যতে বাজারের হালচাল বিশেষ করে চাহিদার গতি প্রকৃতি ও তীব্রতার অনুভব মনের মুকুরে দেখতে পারেন। তাদের পাওয়া নতুন পণ্যের বাজার অন্য যে কোন আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয়। সত্তরের দশকের শেষাশেষি বিশ্ব অর্থনীতির অস্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহের পরিমণ্ডলে বাংলাদেশে সূচিত বাজার সহায়ক নীতি কৌশলের আবহে কতিপয় সৃজনশীল ও সনাতনী চিন্তার বাইরে ভাবতে সক্ষম উদ্যোক্তা মানসপটে ধারণ করলেন তৈরি পোশাক শিল্পে সুপ্ত আকাশচুম্বী সম্ভাবনার বিষয়টি। এমনিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপনীতে পশ্চিম শিবিরের 'ভাগে' থাকা দক্ষিণ কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক অক্ষশক্তির 'অংশে' থাকা উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে সর্বনাশা যুদ্ধের বিস্ফোরক তন্তু হিসাবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পাট আমদানি করে বোমা বানানোর সুবাদে এদেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পাট সে সময়ই 'সোনালি আঁশের' মর্যাদা লাভ করে। তখন শুধু ময়মনসিংহ জেলার পাট ছিল বিশ্ব পাট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ। পরিতাপের বিষয় চট্টগ্রাম বন্দরে উঠা রপ্তানি করা সোনালি আঁশে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা আমদানি ভাণ্ডারের জাহাজ নোঙর ফেলত করাচি বন্দরে; গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প, নতুন রাজধানী আর বড় বড় সেচ প্রকল্প। সে যাই হোক, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে পাট বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে গড়ে উঠা সখ্য ও পরিচিতির সূত্র ধরে নূরুল কাদের খান (প্রয়াত) এম. শামসুর রহমান, মোহাম্মদ মূসা, এম. জাকারিয়া, সুবেদ আলী টিপু, মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান ও এম. এ. আজিম ঘন ঘন সিউল যাতায়াত শুরু করেন। তারা অবশ্যই এদেশের ফলিত অর্থনীতির দার্শনিক তথা বস্ত্র খাতে স্যুমপিটারিয়ান উদ্যোক্তা আবিষ্কারকের আসনে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। দক্ষিণ কোরিয়ার দ্রুতগতিতে মূলধনঘন ভারী শিল্প স্থাপনের অভিযাত্রায় পুরানো হয়ে আসা তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের যন্ত্রপাতি বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যে স্থানান্তর করতে রাজি হয় নূরুল কাদের খান ও শামসুর রহমান প্রমুখের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও দর কষাকষির পারদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে। ধীরে ধীরে গোড়াপত্তন হয় নূরুল কাদের খানের দেশ গার্মেন্টস ও নবজীবন লাভ করে শামসুর রহমানের স্টাইল ক্রাফট। বিকশিত হতে থাকে মোহাম্মদ মূসার বন্ড ছাড়া ও জুয়েল গার্মেন্টস, এ্যারিস্টোক্র্যাট, অসকার ইত্যাদি দক্ষতার নিরিখে উৎকৃষ্ট তৈরি পোশাক শিল্প ইউনিটসমূহ। চমৎকার [illegible] দিকে অগ্রসর হয় দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ানসের সঙ্গে [illegible] যা ১৯৯৪ পর্যন্ত চালু থাকে। এ ক্ষেত্রে পরে সুবেদ আলী টিপুর নেতৃত্বে বিজিএমইএ তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রাখে। দক্ষ শ্রমিকের অভাব মেটাতে ঢাকা ও সিউলে সমন্বয়ে তৈরি ও ব্যবস্থাপিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় প্রয়াত নূরুল কাদের খানের দূরদর্শী চিন্তাপ্রসূত গতিময়তা থেকে। স্বল্প উন্নত দেশ (LDC) হিসাবে বাংলাদেশ থেকে তৈরি ও নিট পোশাক রপ্তানিতে ২০০৫ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে শুল্ক ও কোটার সীমাবদ্ধতা ছাড়া রপ্তানির সুযোগ আহরণে সদাশয় সরকারের ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সহমর্মী সমর্থন। স্বল্প উন্নত বাংলাদেশের কোটা ব্যবহার করে (মেইড ইন বাংলাদেশ সিল মোহরসহ) ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ও হংকং থেকে এক ধরনের অসাধু দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীর নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে ও সরকার কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় সদাশয় সরকার অত্যন্ত [illegible] ও [illegible] সহায়তামূলক নীতিকৌশল গ্রহণ করে। [illegible] অনুপাত ধরা হয় শতকরা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ [illegible] প্রস্তুত করতে এক মিটার কাপড়ের প্রয়োজন [illegible] মিটার কাপড় বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। বলাই বাহুল্য, তৈরি পোশাক ও নিট পোশাক শিল্পের ব্যবহার্য [illegible], বোতাম, লেইস, সুতা, [illegible] সব ধরনের উপকরণ ব্যাক টু ব্যাক রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ এক মার্কিন ডলারের রপ্তানি অর্ডারের ভিত্তিতে সরকারি রাজস্বের বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে সত্তর সেন্টের বিনা শুল্কে আমদানির বিধান করা হয়। সত্তর সেন্টের বিনা শুল্কের আমদানি এক ডলারের রপ্তানি সৃষ্টি করে। বাকি ত্রিশ সেন্টের মধ্যে দশ সেন্ট পর্যন্ত অনেক তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশে না এনে বিদেশে জমিয়ে বিলাসবহুল বাড়ি কেনেন বলেও অভিযোগ শোনা যায়। দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি ও নিট পোশাক রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত নগদ সহায়তা ভর্তুকির প্রথা ও চালু করা হয় যার কথিত অপব্যবহার সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ অর্থনীতির কোন সংজ্ঞা বা তত্ত্বই মুনাফা অর্জনকারী কোন শিল্পকে বছরের পর বছর নগদ ভর্তুকি প্রদানে সমর্থন করে না। তা ছাড়া শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত বিনা শুল্কে আমদানি, ওয়েস্টেজ আর দুর্নীতি আক্রান্ত নগদ ভর্তুকি ব্যবস্থা দেশের সুতা, কাপড় বুনন শিল্প, তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের উপকরণ [illegible] প্রস্তুত করাকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং [illegible] তৈরি হচ্ছে আমদানি নির্ভরতা, [illegible] থেকে আমদানি করা পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি ও [illegible] বাধাগ্রস্ত করছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ। এ সবের ফলশ্রুতিতে তৈরি পোশাক শিল্পে স্থানীয় মূল্য সংযোজন খুবই কম যদিও নিট পোশাক শিল্পে নাকি এটি একটু বেশি শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত। তাহলে তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের অবদানে দেশ কিভাবে ও কতখানি উপকৃত হচ্ছে। প্রথমত রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৫/৮০ ভাগ অর্জিত হচ্ছে এ খাত থেকে; পরিমাণ নয় থেকে দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিতীয়ত সৃষ্টি হয়েছে প্রায় পঁচিশ লাখ কর্মসংস্থান যার মধ্যে শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ মহিলা যার ফলশ্রুতিতে খাওয়া পরার বিষয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে একটি বৈপ্লবিক ইতিবাচকতার সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত একটি স্যুমপিটারিয়ান উদ্যোক্তা আবিষ্কারক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিপণনে দেশের জন্য বৃহত্তর অবদান রাখতে পারবেন। চতুর্থত দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমজীবী সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রয়োজনে বিকল্প শিল্পায়নের উদ্যোগে ভূমিকা রাখতে পারবে স্বল্প আয়াসে। পরিশেষে, বিশেষ করে এশিয়ার কয়েকটি প্রবল প্রতিযোগী বড় দেশের বিপরীতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পে বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন সফলতা দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও প্রত্যয়ী কৃতসংকল্পতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের বেশ খানিকটা নেতিবাচক পিছু হঠা দেশের জন্য একটি উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। রপ্তানি অর্ডার নাকি কমছে এমনকি মূল্যও। এটি যদি বৈশ্বিক মহামন্দার কারণে হয়ে থাকে তবে তা আপাতত লক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠা উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনরুত্থানে কেটে যেতে পারে। আর সমস্যাটা যদি শিল্পটির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রসূত হয়ে থাকে তাহলে সবাই মিলেই এর সমাধান খুঁজতে হবে এবং তা অচিরেই। তৈরি ও নিটওয়্যার শিল্প শ্রমিকদের অবদান যে যথার্থভাবে মূল্যায়ন হয় না তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। আর শ্রমিক সন্তোষ উৎপাদনশীলতারই অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা। এ খাতের শিল্পপতিরা হয়ত-বা ভেবে দেখতে পারেন, যদি গার্মেন্টস ও নিটওয়্যার শিল্পে কর্মরতদের ন্যূনতম মজুরি ও ওভারটাইম সময়মত এবং বিনা হয়রানিতে দেয় হতো, তাহলে তারা কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ পেতেন। যদি শ্রমজীবীদের জন্য বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়ার কার্যকর ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে অবশ্যই শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেত। উৎপাদন খরচ কমে যেত আর বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা রাখত নিঃসন্দেহে। এ খাতের শিল্পপতি বন্ধুরা প্রায়শই মহিলা শ্রমিকদের পূর্ববর্তী অবস্থানের সূত্র টেনে আনেন; সে ক্ষেত্রে নিজেদের গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের আগের অবস্থান ও তুলনা করে দেখতে পারেন বৈকি! বিশেষ করে শিল্প শ্রমিক মা সারাদিন ফ্যাক্টরিতে কর্মব্যস্ত থাকার কালে সন্তান সন্ততিরা অবহেলিত; উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের অনেকেই বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে খাওয়া পরার প্রাচুর্যে ছাই ফেলে দিচ্ছে নিঃসন্দেহে। এ দিকে আশু দৃষ্টি দেয়া রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করার কারণ আছে। ঢাকা নগরভিত্তিক তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্প একদিকে যেমন যানজট ও জনজটে ইন্ধন রাখছে অন্যদিকে তেমনি পরিচালনে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। তা ছাড়া নগদ ভর্তুকি ও বিনা শুল্কে আমদানি ধরনের নীতি যুগোপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে বলেও অনেকে মনে করছেন।

সব দিক বিবেচনা করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিপুল অবদান সৃষ্টিকারী তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের অব্যাহত লালন, বিকাশ ও অগ্রযাত্রার পথে গতিময়তা সৃষ্টি এখন সময়ের দাবি। কিছু পরামর্শ রাখা হলো সংশ্লিষ্ট সবার বিবেচনার জন্য।

১। খাতটি অর্থনীতিতে আরও বেশি দৃশ্যমান এবং টেকসই অবদান রাখতে পারে যদি এর স্থানীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করা যায়। সে প্রেক্ষিতে বিনা শুল্কে কাপড় ও রঙসহ উপাদান আমদানি নীতি পর্যালোচনা করে সরকারি নীতিতে ইন্টিগ্রেশনসহ সুতা ও বোতাম, লেইস, রঙ ও অন্য উপকরণ এবং বস্ত্র বুনন শিল্প প্রসারে উৎসাহ প্রদান করা। অবশ্যই নগদ ভর্তুকি জাতীয় জনসাধারণের ট্যাক্সে গার্মেন্টস ও নিট শিল্পে মুনাফা বর্ধন/সংরক্ষণের নীতি পরিত্যাজ্য। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২। তৈরি ও নিট বস্ত্র শিল্পে সফলতা এদেশের উদ্যমী আবিষ্কারক উদ্যোক্তাদের অগ্রচিন্তার ফসল, তাই তাদের বোধ হয় সব রকম অহমিকার ভাব পরিত্যাগ করে বৃহত্তের মহত্ত্ব ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সমীচীন হবে। সে ক্ষেত্রে আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনকারী বিজিএমইএ ভবনটির স্থানান্তরের সঠিক সিদ্ধান্ত নেতৃবৃন্দের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা হয়ে থাকবে। বিনীত অনুরোধ, বর্তমান ভবনের অতিশয় নিকটে কারওয়ান বাজারে সরকারের মালিকানায় জনতা টাওয়ারে সাময়িকভাবে বিজিএমইএ'র ভবন স্থানান্তর করে ঢাকা মহানগরীর হট্টগোলের বাইরে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে স্থায়ী অফিস নির্মাণ করা। সদাশয় সরকার নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঢাকার বাইরে উপযুক্ত জমি বরাদ্দ দিয়ে বিজিএমইএর আইনের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে আর্থিক খরচে অংশীদার হতে পারেন।

৩। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প খাত একটি লাভজনক ব্যবসা; সে জন্য এখান থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান আশা করা যেতেই পারে।

৪। ঢাকা মহানগরীকে আবারও সুষ্ঠু এবং সুস্থভাবে বসবাসের যোগ্য করার সর্বজনীন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'গার্মেন্টস শিল্প ও কল্যাণ নগরী' সাভারে, ত্রিশালে অথবা গাজীপুরে স্থানান্তরের উদ্যোগ অচিরে নেয়ার ভাবনা শুরু করা।

৫। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের আধুনিকায়ন এবং বেশি মূল্যের উচ্চতর অংশে উন্নততর ডিজাইন তথা বৃহত্তর মনোযোগ প্রদান ও বহুমুখী করার মাধ্যমে অধিকতর মুনাফা অর্জনের টেকসই সুযোগ সৃষ্টি করা। ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করা।

৬। তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মজীবীদের জন্য এ খাতে সৃষ্ট আর্থিক উদ্বৃত্তের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, তাদের কর্ম পরিবেশ উন্নত করা, মজুরি/ওভারটাইম বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়া, বাসস্থান, চিকিৎসা/স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, বীমা পলিসি কিনে দেয়া, যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড সৃষ্টি করে একটি ইতিবাচক অংশীদারিত্বের আবহ সৃষ্টি করা। সবার জন্য একটি পূর্বপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৭। অগ্রিম দেয় এলসি ফি এবং এ সম্পর্কিত পরিহারযোগ্য খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি গ্যারান্টি ফান্ড সৃষ্টি ও বর্ধন করা। অফিস আদালত ও ব্যাংক পাড়াসহ সর্বত্র গার্মেন্টস শিল্পের উদ্যোক্তা আবিষ্কারকদের যথোপযুক্ত বিবেচনা, সম্মান এবং হয়রানিমুক্ত মনোযোগ দেয়া।

৮। বিজিএমইএ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম, অনাচার ও বিশেষ করে শ্রমিকদের অসুবিধা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশাল ক্যানভাসে তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পের মালিক ও কর্মজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদারদেরকে উপযুক্ত সম্মাননা ও পদক প্রাপকগণের তালিকাভুক্ত করা।

১০। বর্তমানে বাঁচা-মরার সংগ্রামে ২৫ লাখ শ্রমজীবী তথা সোয়া কোটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র জোগানকারী তৈরি ও নিট পোশাক শিল্পে অব্যাহত বিদ্যুত সরবরাহ চালু রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

২০১০ সালের মহান স্বাধীনতা দিবসে তৈরি ও নিটওয়্যার শিল্পখাতে অব্যাহত, দৃষ্টিনন্দন, যথার্থ ও টেকসই অগ্রগতির ধারায় সৃষ্টি হতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তির সূচনায় ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় সূচনা।